সমৃদ্ধ জীবনের প্রত্যাশায় নতুন বছরকে বরণ

নাচে-গানে বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্যকে স্মরণ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

নতুন বছরে সমৃদ্ধ জীবনের প্রত্যাশায় দেশজুড়ে নানা আয়োজনে বরণ করা হয়েছে পহেলা বৈশাখ। বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ করতে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে আয়োজন করা হয় নানা অনুষ্ঠানের। দিনের শুরুতেই ঐতিহাসিক রমনা বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হয় বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। এবার আর 'এসো হে বৈশাখ' নয়, বরং 'রাগ ভৈরব' পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় ছায়ানটের বর্ষবরণের অনুষ্ঠান। এরপর একে একে 'পূর্ব গগন ভাগে', এসো হে বৈশাখ এসো এসো- কবিগুরুর এ গান গাওয়া হয় সম্মিলিতভাবে। এভাবে ছায়ানটের শিল্পীদের গানের সুরে সুরে বরণ করে নেয়া হয় নতুন বছর ১৪১৯। ভোর হতেই রমনা বটমূলে ছায়ানটের শিল্পীদের কণ্ঠে বেজে উঠে এসো হে বৈশাখ এসো এসো। চিরনতুনের ডাক আর প্রাণের উচ্ছ্বাসে গত শনিবার ভোরের সূর্যালোকে উদ্ভাসিত রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে উদযাপিত হয় পহেলা বৈশাখ। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে রমনার বটমূলে ছায়ানটের ঐতিহ্যবাহী বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নগরবাসী মেতে ওঠে বর্ষবরণে। গ্রামীণ জীবনের হাজার বছরের ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে গানে গানে চলে বর্ষবরণের এই আনন্দ অনুষ্ঠান।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নগরবাসীর সব মানুষের ঠিকানা হয়ে যায় রমনা উদ্যানের বটমূল। নবীন-প্রবীণ নারী-পুরুষ থেকে শুরু করে শিশু-জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবারই সরব উপস্থিতি। মাঠ-ঘাট, পথে প্রান্তরে সবখানে লেগেছিল বৈশাখী রঙের দোলা। নববর্ষের সূচনা হয় পান্তা ইলিশের স্বাদে। এরপরই শুরু হয় নববর্ষের প্রধান আকর্ষণ রমনার বটমূলে ছায়ানটের আয়োজনে মনোমুগ্ধকর প্রভাতী অনুষ্ঠান। আর এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আগ্রহের কোন কমতি ছিল না নগরবাসীর। সূর্যদয়ের পূর্ব থেকেই রমনার দিকে ছুটতে থাকে নগরবাসী। দীর্ঘ লাইন আর মানুষের ভিড়ে কঠোর নিরাপত্তায় তাদের প্রবেশ করানো হয় রমনা বটমূলে। বর্ষবরণের আরেক আকর্ষণ চারুকলার মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরু হয় সকাল ৯টায়। ছায়ানটের বর্ষবরণ ও চারুকলার মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশ নিতে ভোর থেকেই রমনা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল লাখো প্রাণের উপস্থিতি।

বর্ষবরণের উৎসবে অংশ নিতে বর্ণিল আয়োজনের সাথে সাথে অবালবৃদ্ধবণিতারাও আসেন বর্ণিল সাজে। বাঙালির অসাম্প্রদায়িক তেনার এ উৎসবে আসা মেয়েরা এদিন সেজেছিল খোঁপায় ফুল আর বৈশাখীর রং লাল-সাদার শাড়ি , সালায়ার-কামিজ ও ফতুয়ায়। ছেলেরা পরেছিল পাঞ্জাবি, ফতুয়া ও টি-শার্ট। তবে সবার পোশাকেই ছিল বাঙালি সংস্কৃতির লোকজ মোটিফের নানা সিম্বল। পোশাকের দিক দিয়ে শিশুরাও কম যায়নি। টুকটুকে ঠোঁটে লিপস্টিক, কপালে টিপ, পায়ে আলতা মেখে শাড়ি, ফ্রগ, সালোয়ার-কামিজ পরে মেতে উঠেছিল বৈশাখী আনন্দে। লাল-সাদার সাথে প্রধান্য ছিল নীল-হলুদ ও সবুজসহ বাহারি সব রঙের। খোঁপায় তাজা ফুল গুঁজে প্রিয়ার হাতটি ধরে সকলে আসেন বর্ষবরণের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। দিনটি যেহেতু বর্ষবরণের তাই সকালের শুরুটাও হয়েছে বাঙালির চিরায়ত ঐতিহ্য পান্তা ইলিশের মাধ্যমে। আর এরপরই ছড়িয়ে পড়ে রমনা, সোহওরাওয়ার্দী উদ্যান, শাহবাগসহ পুরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। গোটা দিন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পরিণত হয়েছে মেলা প্রান্তরে। কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা নয়, রাজধানীর ধানমন্ডি, গুলশান, উত্তরা, মিরপুর, ধানমন্ডি লেক, চন্দ্রিমা উদ্যান, বোটানিক্যাল গার্ডেন, ফ্যান্টাসি কিংডমসহ সর্বত্রই ছিল নতুন বছর বরণের ছোঁয়া। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো মানুষের এ গণজোয়ার নতুন আলোকিত স্বপ্নে উদ্দীপ্ত করেছে দেশবাসীকে। ধর্ম-বর্ণের দেয়াল টপকে, ঘরদুয়ার ছেড়ে শিশু-কিশোর, তরুণ, বৃদ্ধ, নারী ও পুরুষসহ নানা বয়সের লাখ লাখ মানুষ ঢেউ তোলে উন্মুক্ত রমনা ও চারুকলাসহ পুরো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। শুধু এখানেই নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি, শিশুপার্ক, কলাবাগান মাঠ কিংবা বনানী সোসাইটি মাঠে খোলা আকাশের নিচে লোকসঙ্গীত ও ব্যান্ডের কনসার্টে মেতেছিল হাজার হাজার মানুষ। চারুকলা, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, কলাবাগান লেক, শিশু মেলা, জিয়া উদ্যান, গুলশান পার্কে আড্ডা ও নানা আয়োজনে উদযাপিত হয় পহেলা বৈশাখ। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন আয়োজন করে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি। গুরুত্বপূর্ণ স্পটগুলোতে পান্তা-ইলিশ এবং মুড়ি-মুড়কির স্টল বসেছিল। পাঁচতারা হোটেল ও রেস্টুরেন্টগুলোতেও আয়োজন করা হয়েছিল নানা স্বাদের বাংলা খাবারের, ছিল পান্তা-ইলিশও। লাখো মানুষের ভিড়ে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে রমনা

বটমূলসহ সারা শহরেই ছিল র‌্যাব ও পুলিশের কঠোর নজরদারি। দেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবার বৈশাখ ছড়িয়ে দেয় প্রাণের উন্মাদনা। ঐতিহ্যবাহী এ উৎসবকে বর্ণিল করতে গ্রামের সহজ সরল মানুষদের আয়োজনেও কোন কমতি ছিল না। অতিথি আপ্যায়নের জন্য মুড়ি, মুড়কি, মিষ্টি, পিঠা, পায়েস তো তৈরি করেছিলেনই, এরপরও অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ির আঙ্গিনায় বসেছিল পালা, জারি, সারি, ভাওয়াইয়া, মুর্শিদী, মারফতি গানের আসর। গ্রামে-গঞ্জে, স্কুলের মাঠে বা খোলা জায়গায় বসেছে বৈশাখী মেলা। ব্যবসায়ীরাও নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে খুলেছে হালখাতা। বাঙালির ঐতিহ্যের এই দিনে বর্ষবরণের সাথে সাথে উৎসবে যোগ দিয়েছেন দেশের বাইরের হাজারও মানুষ। বিদেশি মিশন ও দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশীরাও বৈশাখ উদযাপন করেন বাহারি রঙের শাড়ি আর পাঞ্জাবী পড়ে।

ছায়ানটের বর্ষবরণ

প্রতিবছরের মত এবারও বর্ষবরণের মূল আয়োজন ছিল রমনা বটমূলে। ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট প্রভাতী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু করে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের। ঢাক-ঢোলের তাল আর শতাধিক শিল্পীর সুরের মূর্ছনায় স্বাগত জানানো হয় নতুন বছর ১৪১৯। বর্ষবরণের অনুষ্ঠান ছিল সকাল সোয়া ৬টায়। কিন্তু ভোর থেকে মানুষ ছুটতে থাকে রমনা বটমূলে দিকে। সবার লক্ষ্যকালের সাক্ষি হয়ে এই বর্ষবরণের অংশ নেয়া। ঘর ছেড়ে বের হওয়া মানুষের ঠিকানা ছিল রমনা। রাস্তায় নামে মানুষের ঢল। আর্চওয়ে, দেহ তল্লাশি শেষ করে সবাই বসেছেন বটের ছায়ায়। শুরু হয় বৈশাখী গান, আবৃত্তি। এবার ‘এসো হে বৈশাখ’ নয়, বরং ‘রাগ ভৈরব’ পরিবেশনার মধ্য দিয়ে দিয়ে শুরু হয় ছায়ানটের বর্ষবরণের অনুষ্ঠান। এরপর ‘পূর্ব গগন ভাগে’- কবিগুরুর এ গান গাওয়া হয় সম্মিলিতভাবে। পহেলা বৈশাখ ও ছায়ানটের বর্ষবরণের এ আয়োজনের তাৎপর্য তুলে ধরে সূচনা বক্তব্যে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ হাসান ইমাম বলেন, ‘এটি শুধু এখন ছায়ানটের অনুষ্ঠান নয়। এটি এখন জাতীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।’ মূল অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পর ছায়ানটের শিল্পীরা পরিবেশন করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, অতুল প্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শাহ আবদুল করিম, লালন শাহ, তোরাব আলী শাহ, জ্ঞান প্রকাশ ঘোষের গান। মাঝে আবৃত্তি করেন ভাস্বর বন্দোপাধ্যায়।

মঙ্গল শোভাযাত্রা

বর্ষবরণের প্রথম আয়োজন রমনা বটমূলে ছায়ানটের অনুষ্ঠান শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা থেকে বের করা হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা। সকল অশুভ ও অপশক্তিকে দূর করে প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রতীক হিসেবে মনে করা হয় এই শোভাযাত্রাকে। এসো সত্য, এসো সুন্দর, এসো মুক্তি- স্লোগান নিয়ে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে মঙ্গল শোভাযাত্রা-১৪১৯ এ হাজারো মানুষের ঢল নামে। শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আ আ স ম আরেফিন সিদ্দিক। এছাড়াও শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী, শিক্ষার্থীসহ সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে মিলনমেলায় পরিণত হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রায় শোভা পায় চারুকলার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত বিশালাকারের নানা ভাস্কর্য, বর্ণিল মুখোশ, বিভিন্ন প্রাণী ও লোক অনুষঙ্গের বাহারি অবয়বের প্ল্যাকার্ডে সাজানো ছিল এ শোভাযাত্রা। ঢাক-ঢোল, বাঁশি আর একতারার সুরে নেচে-গেয়ে তারুণ্যের উচ্ছ্বাস প্রকাশের এক অপরূপ দৃশ্যকল্প ছিল এই শোভাযাত্রা। চারুকলার লিচুতলা থেকে বের হয়ে শেরাটন মোড় ও টিএসসি ঘুরে আবার চারুকলায় এসে নাচ-গান ও বাদ্যবাজনার মধ্য দিয়ে শেষ হয় এই আনন্দ মিছিল। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন ধরণের মুখোশ, প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন বহন করে। তারা ঢাক-ঢোল বাজিয়ে নেচে-গেয়ে প্রাণের উৎসবে মিলিত হয়। গায়ে বর্ণিল পোশাক আর মুখে বাঁশির সুর মোহিত করে তোলে শোভাযাত্রাকে। শোভাযাত্রায় অংশ নেয়া মানুষের মধ্যে ছিল অমলিন আনন্দ। সবকিছু ছাপিয়ে বাংলাদেশের সমুদ্র জয়ের বিষয়টি প্রাধান্য পায় শোভাযাত্রায়।

সাম্পান আর ভয়ংকর দানব যোগ হয়েছে এবারের মঙ্গল শোভাযাত্রায়, যার মাধ্যমে উঠে এসেছে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠার সাফল্য উদযাপন আর একাত্তরের যুদ্ধাপরাধের বিচার ত্বরান্বিত করার দাবি। সোয়া ৯টায় শুরু হওয়া শোভাযাত্রার শুরুর দিকে ছিল রূপকথার সেই ময়ূরপঙ্খী নাওয়ের আদলে গড়া ৪০ ফুট দীর্ঘ সাম্পান। আন্তর্জাতিক আদালতে মিয়ানমারের সঙ্গে আইনি লড়াইয়ে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের

ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠারই উদযাপন এটি। মঙ্গল শোভাযাত্রার অন্যান্য আর্কষণের মধ্যে যথারীতি ছিল দেশীয় ঐতিহ্যে লালিত বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিকৃতি। বরাবরের মতোই ছিল হাতি, ঘোড়া, বাঘ ও পাখির প্রতিকৃতি। রঙ-বেরঙের মুখোশ-ফানুস ও বর্ণিল পোশাকে সেজে হাজার হাজার মানুষ শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। মঙ্গল শোভাযাত্রার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রান্তে নানা অনুষ্ঠানে শামিল হন সবাই, যার অনেকগুলোও ছিল রাত পর্যন্ত। রমনা ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এলাকায় বিভিন্ন লোকজ খাদ্য ও পণ্যের পসরা নিয়ে বসেন বিক্রেতারা। অঘোষিত এই মেলা থেকে কিছু না কিছু কিনেছেন প্রায় সবাই।

বৈশাখী মেলা

বর্ষবরণের আরেক আকর্ষণ বৈশাখী মেলা। সকাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে বসে বৈশাখী উৎসব। একতারা, দোতারা, ডুগডুগিসহ নানান লোকজ বাদ্যযন্ত্র স্থান করে নেয় এতে। মাটির পুতুল, পুতুল বউ, মিঠাই মণ্ডা, রেশমি চুড়ি, ফুল, বই, ঘর সাজানোর জিনিসপত্তর, নাগরদোলা নিয়ে বসে এইসব মেলা।

দীর্ঘতম আল্পনা

পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে সারাদেশেই আয়োজন করা হয় নানা অনুষ্ঠান। এরই অংশ হিসেবে রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউ এলাকার প্রধান সড়কে ২ লাখ বর্গফুট এলাকাজুড়ে আঁকা হয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম আল্পনা অঙ্কন। রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউ এলাকাতে ফার্মগেটের খামারবাড়ি থেকে আসাদ গেট এলাকার আড়ং পর্যন্ত সংসদ ভবনের সামনে সড়ক দ্বীপের উভয় পার্শ্বে ২ লাখ বর্গফুট এলাকা জুড়ে অঙ্কন করা হচ্ছে বিশাল এ আল্পনা । বাঙালি সংস্কৃতির বিভিন্ন ধরনে নকশা এসব আল্পনায় উঠে এসেছে।

আওয়ামী লীগের শোভাযাত্রা

পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে রাজধানীতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ। পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্ক থেকে শনিবার সকাল ৯টায় নববর্ষ শোভাযাত্রা শুরু হয়ে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে এসে শোভাযাত্রাটি শেষ হয়। মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এমএ আজিজ এ শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন। শোভাযাত্রা শেষে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন, কোন শকুন যেন শেখ হাসিনাকে আঘাত করতে না পারে, সে জন্য দেশবাসীকে সতর্ক থাকতে হবে। যারা যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচাতে চায়, তাদের ধিক্কার জানানোর জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানান তারা। শোভাযাত্রায় অংশ নেন মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাজী মো. সেলিম ও আওলাদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ, ঢাকা-৪ আসনের সংসদ সদস্য সানজিদা খানম।

বাংলা একাডেমীর আয়োজন

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বাংলা একাডেমী ও বিসিকের যৌথ উদ্যোগে বর্ষবরণ উৎসব ও মেলার আয়োজন করা হয়েছে। শনিবার বিকেলে বাংলা একাডেমীতে আয়োজিত মেলার উদ্বোধন করেন শিল্পমন্ত্রী দিলিপ বড়ুয়া। পহেলা বৈশাখে শুরু হয়ে মেলা চলবে ১০ বৈশাখ পর্যন্ত। মেলায় অংশ নেয়া ২শ'টি স্টলে সাজানো হয়েছে দেশীয় কারু ও হস্তশিল্পের তৈরি বিভিন্ন লোকজ শিল্পের পণ্যসামগ্রী। বিভিন্ন পণ্য। এছাড়া চিত্তবিনোদনের জন্য রয়েছে পুতুল নাচ ও নাগরদোলাসহ বিভিন্ন আয়োজন।

জাতীয় প্রেসক্লাব

জমজমাট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নববর্ষ পহেলা বৈশাখ উদযাপন করেছে জাতীয় প্রেসক্লাব। মুড়ি-মুড়কি, খৈ-বাতাসা ও পান্তা ইলিশে প্রাতঃরাশ, শিশুদের গান, পুতুল নাচ, লোকসঙ্গীত, বাউলগান, লালনসঙ্গীত, ভাওয়াইয়া ও দেশি গানে বর্ষবরণ উৎসব সবাইকে মুগ্ধ করে। সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্র সোহরাওয়ার্দীর কালী মন্দিরে আনন্দন, বিবর্তন, সড়ক ও অথিথি শিল্পীবৃন্দের গান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সংগঠনের মুখ্য উপদেষ্টা ও পথিকৃৎ ফাউন্ডেশনের সভাপতি প্রফেসর লিয়াকত আলী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া এইদিনে নজরুল ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, নজরুল

একাডেমী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশনসহ আরো অনেক প্রতিষ্ঠানই উদযাপন করে পহেলা বৈশাখ।

××××××××××××××××